**‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৮ এবং**

**‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৮**

**পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২১ চৈত্র ১৪২৫, ৪ এপ্রিল ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ,**

**ক্ষুদে ফুটবলাররা,**

**উপস্থিত সুধী, ‌‍‌‌‌‌‌**

আসসালামু আলাইকুম।

**অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও দু'লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।**

‘**বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৮‌‌’ ও ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৮’- এর চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স-আপ সকল দলের সদস্যদের জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।**

সুধিমন্ডলী,

**আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। এ লক্ষ্যে আমরা শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। কারণ আজকের শিশুরাই আগামী দিনের বাংলাদেশ নির্মাণ করবে। আর শিশুদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অপরিহার্য।**

**শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ঐক্য এবং প্রতিযোগিতার সহায়ক হিসেবে ২০১১ সাল হতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা যখনই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসেছি, তখনই খেলাধুলার উন্নয়নে কাজ করেছি। আমরা ২০১০ সাল হতে প্রতিবছর ‌‍‌‌‌‌‌’বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট‌‍‌’ এবং ২০১১ সাল হতে ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট‌‍’ আয়োজন করছি।**

**এ প্রতিযোগিতার সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। আমাদের বয়সভিত্তিক দলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের নারী অনুর্ধ্ব-১৪, অনুর্ধ্ব-১৬, অনুর্ধ্ব-১৮ এবং জাতীয় দলের ৫০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৩৬ জন ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট‌‍’ থেকে এসেছে। আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাচ্ছি। সম্প্রতি ভুটানে নারী অনুর্ধ্ব-১৮ দল এএফসি কাপে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন এবং অনুর্ধ্ব-১৫ দল হংকং এ অনুষ্ঠিত জকি কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।**

**আমরা চাই শিশুরা পড়াশুনার পাশাপাশি শারীরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুক। এতে তাদের মেধার বিকাশের পাশাপাশি শারীরিক গঠনের উন্নতি হবে। শিশুদের সুস্থ-সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সরকারের পাশাপাশি শিক্ষক, অভিভাবক সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।**

**সুধিমন্ডলী,**

**একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার নতুনভাবে দেশের দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা নির্বাচনী ইশতেহারে পরিষ্কার করে বলেছি যে, শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ও তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে এবং আমরা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করব।**

**জাতির পিতার আজীবনের লালিত স্বপ্ন-ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে আমরা আজ অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের এ শিশুদের জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে আমরা অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের সূচকসমূহের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করে একটি উন্নত জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি।**

**ছোট্ট সোনামণিরা,**

**আমরা যে দেশে বাস করছি। লাল-সবুজের যে পতাকা তা কিন্তু একদিনে আসেনি। এর পিছনে রয়েছে অনেক আত্মত্যাগের ইতিহাস। আর যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছিলেন, যিনি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির নির্যাতন এবং বঞ্চনা সহ্য করে জাতিকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের জাতির পিতা। আর জাতির পিতার সকল কাজের অনুপ্রেরণার উৎসে ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে এই প্রেরণাদায়ী নারীর অবদান সম্পর্কে তোমাদের জানা প্রয়োজন।**

**বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তোমাদের। তোমরাই গড়ে তুলবে আগামীর বাংলাদেশ। এজন্য তোমাদের মা-বাবা ও শিক্ষকদের কথা শুনতে হবে, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে এবং সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে হবে। সকলের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মানসিকতা তোমরা গড়ে তুলবে। পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে হবে।**

**তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা বিজয়ী জাতি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি। বাঙালি কারও কাছে মাথা নত করে না, করবে না। এই দেশকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিপূর্ণ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ। সকলকে ধন্যবাদ।**

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...